



337289 - ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে এই আশংকা থেকে যাকাত বলিম্বা পরিশোধ করা কি জায়যে?

প্রশ্ন

আমরা করোনা মহামারীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে? কাজকর্মের অফিসগুলোসহ সবকিছু বন্ধ। এর মান হলে উপার্জন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের খাদ্য অনিশ্চিত। এমনাবস্থায় যাকাত কি ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি নসোব পরিমাণ সম্পদে মালিকি এবং এ মালিকানার এক বর্ষ পূর্তি হয়েছে তার উপর অবলিম্বা যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজবি (ফরয)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "যাকাত ওয়াজবি হলে ও পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবলিম্বা যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজবি; বলিম্বা করা জায়যে নয়। এটা ইমাম মালিকে, ইমাম আহমাদ ও অধিকাংশ আলমেতে অভিমত। যহেতে আল্লাহ বলেন: "তোমরা যাকাত প্রদান কর।" কারণ নরিদশে তাৎক্ষণিকতার প্রমাণ বহন করে।"[আল-মাজমু (৫/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (২৩/২৯৪) এসছে:

"অধিকাংশ আলমে (শাফেয়ি, হাম্বলি আলমেগণ ও হানাফি মাযহাবের ফতোয়াপ্রদত্ত অভিমত)-এর মতে যাকাত যখনই ফরয হবে তখনই অবলিম্বা সেটি আদায় করা ফরয; যদি আদায় করার সক্ষমতা থাকে এবং কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে।

তারা দলিল দেন যে, আল্লাহ তাআলা যাকাত দয়ার নরিদশে দিয়েছেন। যখন যাকাত প্রদানের ওজুব (আবশ্যকতা) সাব্যস্ত হল তখন মুকাল্লাফ (শরয়ি-ভারপ্রাপ্ত)-এর উপর নরিদশেটি আরোপিত হল। আর তাদের মতে, সাধারণ নরিদশে তাৎক্ষণিকতার দাবী করে। এবং যহেতে বলিম্বা করাটা যদি জায়যে হয় তাহলে সীমাহীন কাল অবধি বলিম্বা করা জায়যে হয়ে যায়। ফলে যে ব্যক্তি নরিদশেটি পালন করল না তার শাস্তরি বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়। এবং যহেতে গরীবদের প্রয়োজন নগদে, আর যাকাতের উপর তাদের অধিকার সাব্যস্ত। তাই বলিম্বা পরিশোধ করা মানতে তাদেরকে প্রাপ্যসময়ে তাদের অধিকার থেকে



বঞ্চিত করা।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: "আমি একজন চাকুরীজীবী যুবক। আমার মাসিকি আয় সীমিত। এ আয় থেকে আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু গ্রহণ করি; বাকীটুকু ব্যাংকে রাখি। যাতা করে একটা এমাউন্ট জমা হলে আমি সেটা দিয়ে একখণ্ড জমি ক্রয় করতে পারি, যখনই আমি একটা বাড়ি বানিয়ে বসে করলে সেখানে থাকব। কার্যতঃ আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার রিয়াল জমা হয়েছে...। প্রশ্ন হল: এ তিনি বছরে আমার উপরে কি যাকাত ফরয হয়েছে? কেননা আমি শুনছি যে ব্যক্তি বসে করার জন্য কতটা বসত বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ জমা করে তার উপর যাকাত নাই? জবাবে তিনি বলেন: এটা ভুল। সঠিক হল তার উপর যাকাত ওয়াজবি; যদি সে বসে করার জন্য কতটা বাড়ি করার জন্য কতটা ঋণ পরিশোধ করার জন্য অর্থ জমা করে এবং সঞ্চিত অর্থের বর্ষপূর্তি হয়। আপনি যদি আপনার বতেন থেকে কতটা জমি বিক্রির অর্থ থেকে ব্যাংকে কতটা অন্য কোথাও অর্থ জমা করে বাড়ি বানানোর অপেক্ষায় থাকেন কতটা অন্য জমি কিনার অপেক্ষায় থাকেন কতটা বসে বা অন্য কিছু অপেক্ষায় থাকেন এবং সঞ্চিত সম্পদের বর্ষপূর্তি হয় তাহলে আপনার উপর যাকাত ওয়াজবি। প্রত্যেকে নগদ অর্থের বর্ষপূর্তি হলেই এর যাকাত পরিশোধ করা আপনার উপর ওয়াজবি।"[<http://www.binbaz.org.sa/mat/13601> থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যদি যাকাতপ্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে নগদ অর্থ না থাকে সেক্ষেত্রে অর্থ হাতে আসা পর্যন্ত বলিম্ব করা তার জন্য জায়েয।

এ বিষয়ে 173120 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখে যতে পারে।

তিনি:

আর যদি যাকাত প্রদানকারী নজি দরদির হয়, তার যাকাতের অর্থের প্রয়োজন থাকে, যাকাত দিয়ে ফলে তার জীবিকার সংকট হতে পারে সেক্ষেত্রে তার জন্য পরবর্তীতে বলিম্ব যাকাত পরিশোধ করা জায়েয হবে।

"কাশশাফুল ক্বনি" (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন:

"কতটা যাকাতপ্রদানকারী দরদির, তার যাকাতের অর্থের প্রয়োজন, যাকাত দিয়ে দিলে তার যতটুকু প্রয়োজন সেটা ব্যাহত হতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি কটে যাওয়ার মাধ্যমে তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসলে তার থেকে পূর্বের যাকাতগুলো আদায় করা হবে।"[সমাপ্ত]

তাই কারো যদি চাকুরী না থাকে এবং যাকাতের যে অর্থটা তাকে পরিশোধ করতে হবে সেটা যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে



তার জন্য বলিম্বে যাকাত পরিশোধ করা জায়যে হবে।

আর যদি বর্তমানে তার প্রয়োজন না হয়, তবে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশংকায় থাকে সেক্ষেত্রে যাকাত পরিশোধ করা তার উপর অনবিধ্য— ওয়াজবি পালনার্থে ও দায়মুক্তির নমিত্তে।

অন্যদিকে বপিদ-মুসবিতরে সময়গুলোতে ধনীদরে উচতি দান-সদকা ও যাকাত নিয়ে এগিয়ে আসা; এমনকি সটো অগ্রমি যাকাত আদায়ের মাধ্যমে হলেও। যাত করে দরদির ভাইদরে কষ্ট লাঘব করা যায়। এ বশ্বাস নিয়ে য়ে, দান-সদকা সম্পদ কমায় না; বরং বাড়ায়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "বলুন, আমার প্রতাপিলক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রজিকি প্রশস্ত করেনে এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমতি করেনে। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবো তিনি এর বদলা দবিনে / তিনি ইচ্ছনে শ্রষেষ্ঠ রজিকিদাতা।" [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "দানে সম্পদ কমায় না। ক্শমা করে দলি আল্লাহ্ বান্দার সম্মান বাড়ান; কমান না। কডে আল্লাহ্র জন্য বনিয়ী হলে আল্লাহ্ তার মর্যাদা সমুন্নত করেনে।" [সহি মুসলমি (৪৬৮৯)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "বান্দারা যখন সকালে উপনীত হয় তখন দুইজন ফরেশেতা নাযলি হয়। তাদরে একজন বলে: হে আল্লাহ্! আপনি ব্যয়কারীকে বদলা দনি। অন্যজন বলে: হে আল্লাহ্! আপনি ব্যয়কুণ্ঠকে (সম্পদে) বনিশ দনি।" [সহি বুখারী (১৪৪২) ও সহি মুসলমি (১০১০)]

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তিনি যনে এই বালা ও মহামারী তুলে ননে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।